দৈনিক ইনকিলাব

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

05

তারিখ 10 APR 1988
পৃষ্ঠা 6 কলাম 1

কৃষি ও শিক্ষার উপরে দেশের উন্নতি নির্ভরশীল

ওয়ালিউল্লাহ পাটোয়ারী

ষ্ট একটি বিরাট ব্যাপার। অনেক বিষয় তার সঙ্গে জড়িত। রাজনীতি শুধু পক্কেশ অভিজ্ঞ রাজনীতিবিদদের জন্য কিন্তু কৃষি শিক্ষা সবাইর জন্য। তন্মধ্যে কৃষি সর্বাগ্রণ্য। সাধারণ মানুষ চায় দু'বেলা ভাত আর রাত্রে নির্বিঘ্নে ঘুম। কৃষি যোগায় দেহের খোরাক ও পোশাক আর শিক্ষা যোগায় মনের খোরাকও নিশ্চিত করে সামাজিক সুপরিবেশ। দেহকে প্রত্যহ নিয়মিত খোরাক দিতে না পারলে বিহরে দেহ যেমন ভেংগে পড়ে তেমনি পোষ্যরা স্ত্রী-পুত্ত-কন্যা, অনাহারে বিগরায়। তাই মানুষ মাত্রকেই খাদ্য তথা কৃষির কথা চিন্তা করতে হয়।

বেহেশ্‌ত হতে ভূপাতিত হয়েই আদি পিতা আদমকে মাটি কেটে ফসল ফলানো ও মা হাওয়াকে সুতা কেটে পোশাক তৈরী করতে হয়েছিল। এদেশে কৃষি কাজকে লোকে ঘৃণার চোখে দেখে এবং তাই কৃষকদেরকে চাষা এবং তাদের ছেলেমেয়েদেরকে চাষা-ভূসার ছেলে আখ্যা দিয়ে থাকে। অন্যান্য দেশে কৃষিকে মহান পেষা বলে মনে করে। আমেরিকার প্রেসিডেন্ট জিম্মি কার্টার এক সময় অম্লান বদনে বলেছিলেন— আমি পেষায় একজন কৃষক আর ধর্মে খ্রীস্টান। থাই রাজা ও রাণীর ভিন্ন ভিন্ন কৃষি প্রকল্প রয়েছে। তারা তাদের প্রজেক্ট তদারকি করে আনন্দে সময় কাটায় আর বাংলাদেশে কৃষকেরা চোখের পানিতে বুক ভাসায়। নুন আনতে তাদের পানতা ফুরায়। সার, হাল ও বীজের দুর্মূল্যের জন্য উৎপাদনে তাদের খরচের পয়সাও উঠে না। এতদিন এদেশে মধ্যবিত্তরা কৃষি করাতেন, এখন তারা বছর বছর মার খেতে খেতে নিম্নবিত্ত ও ফুতুর হয়ে রাস্তায় দাঁড়ানোর উপক্রম।

আজ দেশের এগার কোটি আপামর জনসাধারণকেই কৃষির দায়িত্বভার গ্রহণ করতে হবে। নচেৎ সরকার আর কতদিন আর-চল্লিশ লক্ষ টন খাদ্যদ্রব্য বিদেশ থেকে আমদানি করে দেশের খাদ্য ঘাটতি মিটাবেন। এর জন্য বৈদেশিক মুদ্রাই বা কোথায়? দেশের এগার কোটি লোকের ২২ কোটি হাত আদি পিতা ও মাতাকে স্মরণ করে মাটিতে লাগায়ে কৃষির উৎপাদন শাক-সবজিই হউক, ধান, গম বা আলুই হউক বা ফলফলাদিই হউক বাড়াতেই হবে, নচেৎ গত্যান্তর নেই।

মৌসুমে ৩/৪ মাস চাল ও গমের পরিবর্তে শুধু আলু প্রত্যেককেই খেতে হবে যেন কোন আলু কোল্ড স্টোরেজ-এ রাখতে না হয় এবং প্লাবনে নষ্ট হওয়ার যেন কোন জো না থাকে। বারমাসী শাক-সবজি উৎপাদন করতে হবে। থাইবাসীরা কেবল ছটাকখানেক চালের ভাত খায়। আর প্রচুর পরিমাণে শাক-সবজি, এমনকি ঘাসও খায় এবং এরই ফলে তারা বৎসর বৎসর লক্ষ লক্ষ টন উদ্বৃত্ত চাল বিদেশে রফতানি করতে সক্ষম হয়। নাইজেরিয়ান লোকেরা কচুর লেই খাদ্য হিসেবে খেয়ে বাঁচে আর আমরা মাথাপিছু প্রতি বেলা আধ সের চালের ভাত খেয়ে থাকি, আপসোস। আমাদের খাদ্যাভাস পরিবর্তন করা একান্ত দরকার।

আমাদের দেশ কৃষি প্রধান দেশ। অথচ আমরা তীব্র খাদ্য ঘাটতিতে ভুগছি। এটা লজ্জার ব্যাপার নয় কি। দেশ যখন কৃষিভিত্তিক তখন আমাদের শিক্ষাও কৃষিভিত্তিক হওয়া উচিত নয় কি? প্রাইমারী থেকে মাধ্যমিক পরীক্ষা পর্যন্ত কৃষি ১০০ নম্বরের পরীক্ষণীয় বিষয় হওয়া উচিত— ৫০ নম্বর থিওরীতে আর ৫০ নম্বর উৎপাদনী ফার্মে। তাহলেই দেশ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ হবে।

মুসলিম রাষ্ট্র সিরিয়ায় একমাত্র বাদামের চাষের উপর নির্ভর করে চলছে। বাদামকে খাদ্য হিসেবে খায় আর বাদাম তৈলের ইণ্ডাষ্ট্রিজ-এর আয়ের উপরেই রাষ্ট্র নির্ভরশীল। আর আমরা ধান, গম, আলু, পাট, চা, চামড়া, তামাক, ইক্ষু, পশু পালন ও মৎস্য চাষ করেও বাঁচতে পারছিনে, রাজনীতি সর্বস্ব দেশে নিশ্চয়ই আমাদের কোথায়ও গলদ আছে। আমাদের সমাজ ব্যাধির ডাক্তারদের অনতিবিলম্বে তা নির্ধারণ ও তদনুসারে পরিকল্পনা গ্রহণ করা দরকার।

সমাজ থেকেই রাষ্ট্রের উৎপত্তি। আমার মনে হয় এ ব্যাপারে শিক্ষক সাহেবেরা বিরাট ভূমিকা পালন করতে পারেন। একজন হাই স্কুলের হেড মাস্টার তো বিরাট ক্ষমতার অধিকারী, কারণ তাঁর স্কুল এলাকার সমস্ত শিক্ষক, ছাত্র ও অভিভাবক (প্রাইমারী ও জুনিয়র সমেত) তাঁকে শ্রদ্ধার চোখে দেখে থাকেন।

তাঁর ইংগিতে কয়েক সহস্র লোক শিক্ষায় পরিবেশ সাধন, সমাজে শান্তিবর্ধন, কৃষি উন্নয়ন, বৃক্ষ রোপণ, শাক-সবজি ও অন্যান্য খাদ্যোৎপান, হাঁস-মুরগী পালন, গো-মহিষাদির উন্নয়ন ও মৎস্য চাষ বাড়ায়ে এলাকাকে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ করতে ও এলাকার চেহারা আমূল পরিবর্তন সাধনে সক্ষম।

যে শিক্ষা অন্ন সংস্থানের ব্যবস্থা দিতে পারে না, পেটের জ্বালায় ছেলেরা চুরি, ডাকাতি ও হাইজ্যাকিং প্রভৃতি ন্যক্কারজনক কাজে লিপ্ত হয় তেমন শিক্ষা পেয়েই বা কি লাভ? ভাষাজ্ঞান সকলকেই আয়ত্ত করতে হবে। সেটা কোন ভাষা— যে ভাষাজ্ঞান আমরা দিতে পারি জগতের অন্যান্য উন্নত রাষ্ট্রসমূহের তুলনায় আজ আমরা কত পিছু?

আমাদের এই অনুন্নতির পিছনে কারণ কি? বক্তৃতা দিয়ে কোন দেশকে জাগানো বা সমৃদ্ধ করা সম্ভব নয়। অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষা ছেলেমেয়ে সকলের জন্যই বাধ্যতামূলক হওয়া উচিত। অষ্টম শ্রেণীতে পাবলিক এক্সামিনেশন নিয়ে শুধু প্রতিভাবানদেরই মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক ও অন্যান্য উচ্চ শিক্ষায় সুযোগ দেয়া উচিত এবং অন্যান্যদের হস্তশিল্প ও বিভিন্ন কারিগরি বিষয়ে ট্রেনিং-এর ব্যবস্থা করলেই আজ সরকারকে চাকুরীর সমস্যার জন্য এতটা হিমশিম খেতে হতো না। প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ভাইস চ্যান্সেলর মরহুম ডঃ আঃ রশিদ-এর মুখে শুনেছি কম্যুনিস্ট প্রধান দেশ রাশিয়ায়ও উচ্চ শিক্ষা বিস্তারের বেলায় ছাঁটাই ব্যবস্থা আছে আর আমরা এই গরীব দেশে যে বোঝা সইতে পারি না তা মাথায় নিয়ে নিজকে গরিয়ান ও মহিয়ান হিসেবে জাহির করতে চাই।

দেশে একদিকে যেমন সার্বজনীন শিক্ষার হার বাড়াতে হবে তেমনি অন্যদিকে কোয়ালিটি শিক্ষার উপরও জোর দিতে হবে। মেয়েদের শিক্ষার হার বাড়লেই দেশে সার্বজনীন শিক্ষার হার ত্বরিত গতিতে বেড়ে যাবে। একটি মেয়েকে শিক্ষিত করা মানে একটি পরিবারকে শিক্ষিত করে তোলা। মেয়েদের কোয়ালিটেটিভ ও কোয়ানটিটেটিভ শিক্ষা বাড়াতে হলে অনতিবিলম্বে ছেলেদের স্কুলের আর রিকগনিশান না দিয়ে সাত ক্লাসের (vi to xii)মেয়েদের স্কুল গ্রামে-গঞ্জে ছড়ায়ে দিতে হবে।

ছেলেদের শিক্ষার ভবিষ্যতে আজ অন্ধকারাচ্ছন্ন, কারণ তারা রাজনীতির মোহও ছাড়তে পারবে না আর পড়াশুনাও করবে না। শুধু মেয়েরা শিক্ষিতা মা হলেই সন্তানাদির প্রতি স্নেহের আবেগের তাগিদে লেখাপড়া শিখাবে এবং প্রাইভেট টিউশনের দৌরাত্ম্য থেকেও প্রতিটি পরিবার রেহাই পাবে। তবে মেয়েদের শিক্ষায় স্বাস্থ্যবিধি, ফিজিওলোজি ও দ্রব্যগুণ বিধি থাকতে হবে যেন মা হয়ে খাওয়ায়ে পড়ায়ে মানুষ করতে পারে। তবেই ক্রমে ক্রমে সুস্থ, সবল ও উন্নত মানুষের জাতি গড়ে উঠবে।